

চালাতে পারবেন এবং তার জন্য বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। কিন্তু নতুন কারবারে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করতে পারবেন না, ঐ কারবারই চালাচ্ছেন বলে প্রচার করতে পারবেন না, কোন বিপরীত চুক্তি না থাকলে প্রতিষ্ঠান বিলোপসাধনের আগে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের কোন গ্রাহককে ব্যবসায় আমন্ত্রণ করতে পারবেন না।

- ৫) পুরাতন ফার্মের কোন অংশীদার সুনাম ক্রেতার সঙ্গে এইমর্মে চুক্তি করতে পারেন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি পুরাতন ব্যবসায়ের অনুরূপ কোন কারবার চালাতে পারবেন না। ভারতীয় চুক্তি আইনের ২৭ ধারা অনুসারে এইরূপ চুক্তি কারবারের প্রতিবন্ধকতার জন্য বাতিল হলেও এটা যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তবে তা বৈধ চুক্তি হবে। [৫৫ (৩) ধারা]।

---

## ৫ (খ).৪ নাবালক অংশীদার

---

অংশীদারী কারবারের প্রধান ভিত্তি হলো চুক্তি। চুক্তি আইনের ১১ ধারায় বলা হয়েছে যে, নাবালক (১৮ বছরের কম বয়স্ক) চুক্তি করতে পারবে না। সুতরাং নাবালক অংশীদার হতেও পারবে না। কিন্তু ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি তার দেশের আইন অনুসারে নাবালক হলে অংশীদার হতে পারে না। কিন্তু সকল অংশীদার সম্মত হলে নাবালককে অংশীদারীর সুবিধা দেওয়া যায়। [৩০ ধারা] এই অংশীদারী সুবিধাভোগের জন্য নাবালক অংশীদারের কিছু দায় ও অধিকার রয়েছে। এই দায় ও অধিকার নীচে আলোচনা করা হলো :

### ৫ (খ).৪.১ অধিকার (Rights)

- ১) অন্য অংশীদার দ্বারা স্বীকৃত অংশীদার লাভের অংশ এবং সম্পত্তির অংশ পাওয়ার অধিকার ভোগ করে।
- ২) প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র পরিদর্শন করার এবং ঐ হিসাবের প্রতিলিপি বা Copy পাওয়ার অধিকার নাবালকের থাকবে।
- ৩) নাবালক অংশীদার তার মুনাফার বেং সম্পত্তির ভাগ আদায় করার জন্য অন্য অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি যদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান তাহলে তার জন্য মামলা করতে পারবেন।
- ৪) সাবালকত্ব পাওয়ার পর ঐ নাবালক অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে বা অংশীদাররূপে কারবারে যোগদান করতে পারে। সাবালকত্ব লাভের ৬ মাসের মধ্যে বা অংশীদারী সুবিধা পাওয়ার ৬ মাস পর—এই দুয়ের মধ্যে যেটা পরে ঘটবে সেই সময়ের মধ্যে সে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগদান বা সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত লোকবিজ্ঞপ্তি (Public Notice) দ্বারা জানাবে। যদি সে কোন বিজ্ঞপ্তি না দেয় তাহলে ৬ মাস পরে তাকে পূর্ণ অংশীদার বলে গণ্য করা হবে।

কিন্তু যেখানে নাবালক অংশীদার হবে না বলে লোক-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সেখানে বিজ্ঞপ্তির সময় পর্যন্ত নাবালক হিসাবে তার দায় ও অধিকার থাকবে। তারপরে কোন দায় বা অধিকার নাবালক গ্রহণ করবে না।

## ৫ (খ).৪.২ দায় (Liabilities)

- ১) প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য নাবালকের কোন ব্যক্তিগত দায় জন্মাবে না। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানে তার যে সম্পত্তি বা লাভের অংশ আছে, তার জন্য যে দায়বদ্ধ হবে কিন্তু তার ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি কখনই দায়বদ্ধ হবে না।
- ২) নাবালক অংশীদার রূপে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিলে যেদিন থেকে তিনি অংশীদারীর সুবিধা ভোগ করছেন সেদিন থেকে প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য ও দেনার জন্য তৃতীয়পক্ষের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

---

## ৫ (খ).৫ সারাংশ

---

এই এককটি পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারলাম :

- মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হতে যখন কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করেন বা নতুন কোন অংশীদার মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন বা মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠান থেকে কোন অংশীদারকে বিতাড়ন করা হলে বা কোন অংশীদার দেউলিয়া হয়ে গেলে বা অংশীদারের মৃত্যু হলে মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে একই রেখে সম্পত্তি ও দায়ের পুনর্মূল্যায়ন করা হয়;
- অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তির বা সমাপ্তির কারণ;
- কারবার বিলুপ্তির পরে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের হিসাবের নিষ্পত্তির পদ্ধতি;
- অংশীদারী কারবারে নাবালকের স্থান ও তার দায় ও কর্তব্য;

---

## ৫ (খ).৬ অনুশীলনী

---

(ক) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

- (১) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধনের কারণগুলি আলোচনা করুন।
- (২) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ বলতে কী বোঝায়? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আদালত অংশীদারদের আবেদনের ভিত্তিতে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপের আদেশ দিতে পারেন?
- (৩) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী কারণের জন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠিত হতে পারে?
- (৪) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের পরে অংশীদারদের মধ্যে কীভাবে হিসাবের নিষ্পত্তি হয় তা আলোচনা করুন।

(৫) কোন নাবালক কী অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারেন? যদি হন, তাহলে তার কী কী অধিকার ও দায় থাকবে?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

- ১) উপর অংশীদার বলতে কী বোঝায়?
- ২) আদালত কর্তৃক বিলোপসাধনের দুটি কারণ উল্লেখ করুন।
- ৩) নাবালক অংশীদার বলতে কী বোঝায়?
- ৪) অংশীদারের স্বত্ব-হস্তান্তর বলতে কী বোঝায়?

---

### ৫ (খ). ৭ গ্রন্থপঞ্জী

---

- ১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ — কলকাতা-২০০১
- ২) Business Law—R. S. N. Pillai, Bagavathi— S. Chand & Company Ltd.— New Delhi-1999.
- ৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

---

## একক ৬ □ কোম্পানীর গঠন ও অর্থসংস্থান

---

### গঠন

- ৬.১ উদ্দেশ্য
- ৬.২ প্রস্তাবনা
- ৬.৩ কোম্পানী কী এবং তার শ্রেণীবিভাগ
  - ৬.৩.১ কোম্পানীর গঠন
  - ৬.৩.২ কোম্পানীর কার্যারম্ভ
  - ৬.৩.৩ কোম্পানীর প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ
- ৬.৪ কোম্পানীর অর্থসংস্থান
  - ৬.৪. ১ শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বিলিকরণ
  - ৬.৪. ২ ঋণপত্র
  - ৬.৪. ৩ নিজস্ব মূলধন ও ঋণকৃত মূলধন
  - ৬.৪. ৪ ঋণ করা মূলধন
- ৬.৫ সারাংশ
- ৬.৬ অনুশীলনী
- ৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

---

### ৬.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি পাঠ করার পরে আপনি জানতে পারবেন:

- কোম্পানী কী এবং কয় প্রকারের হয়;
- কোম্পানী কীভাবে গঠিত হয় এবং কীভাবে কাজ শুরু করে;
- কোম্পানী গঠন করতে এবং পরিচালনা করতে কী কী দলিল লাগে;
- কোম্পানী কীভাবে অর্থসংস্থান করে — শেয়ার, ডিবেঞ্চার, নিজস্ব মূলধন ও ঋণ করা মূলধন।

---

## ৬.২ প্রস্তাবনা

---

কোম্পানী সম্পর্কে ভারতের সর্বপ্রথম আইন পাশ হয় ১৮৫০ সালে। ইংল্যান্ডের ১৮৪৪ সালে কোম্পানী আইনের অনুরূপে এই বিধিবদ্ধ আইন করেছিল। পরবর্তীকালে ১৮৫০ সালের আইনের পরিবর্তে ১৮৫৭ সালে আর একটি কোম্পানী আইন পাশ হয়। এই আইনে সর্বপ্রথম শেয়ার হোল্ডারগণের সীমাবদ্ধ দায়ের নীতি স্বীকৃত হয় (Principle of Limited Liability)। কিন্তু ঐ আইনের পরিধি অত ব্যাপক ছিল না। ক্রমশ শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য আরো ব্যাপক আকার নেওয়ার ফলে কোম্পানী আইনের পরিধি ব্যাপক করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তারপরে ১৮৬০, ১৮৬৬, ১৮৮২, ১৮৯৫, ১৯১০ এবং ১৯১৩ সালে পর পর কোম্পানী আইন সংশোধিত হয়। ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন ১৯৩৬ এবং ১৯৫১ সালে সংশোধিত হয়ে ১৯৫৬ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্প, ব্যবসা এবং বাণিজ্য প্রসারের ফলে কোম্পানীর জটিলতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। সুতরাং, ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসার ক্রমবর্ধমান সমস্যা দূর করার জন্য ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনকে শক্তিশালী করে নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বোধ হতে লাগল। স্বাধীনতা লাভের পরে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কাঠামো এবং নতুন শিল্পনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার সম্পূর্ণরূপে নতুন ভাবে কোম্পানী আইন রচনার উদ্দেশ্যে শ্রী সি. এইচ ভাবার নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে ঐ কমিটি প্রতিবেদন (Report) পেশ করেন। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন প্রধানত ভাবা কমিটির (Bhaba Committee) সুপারিশ অনুসারে রচিত হয়েছিল। এই সময় থেকেই ১৯১৩ সালের আইন বাতিল হয়ে ১৯৫৬ সালের আইন প্রাধান্য পায়। এই আইন সারা ভারতেই সমানভাবে প্রযোজ্য। সমস্ত পাবলিক ও প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রেই এই নিয়ম খাটানো যায়। কিন্তু নাগাল্যান্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কোন আইন প্রয়োগ করা যায়। [১ (৩) ধারা]

গোয়া, দমন দিউ-এর কোম্পানীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কোন নিয়মের ব্যতিক্রম এর জন্য কোন বিধির পরিবর্তন করতে পারেন। [৬২০ বি ধারা]

কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে — [৬২০ সি ধারা]

আবার যেসমস্ত কোম্পানী ভারতের বাইরে নিবন্ধিত কিন্তু ভারতে কারবার পরিচালনা করে তাদের ক্ষেত্রেও ঐ আইন প্রযোজ্য হবে।

---

## ৬.৩ কোম্পানী কী এবং তার শ্রেণীবিভাগ

---

কোম্পানী আইন অনুসারে কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত এবং নিবন্ধীকৃত সংস্থাকে কোম্পানী বলে। ১৯৫৬ সালে কোম্পানী আইনের ৩ (১) (ক) ধারায় বলা হয়েছে যে, “এই আইন অনুসারে গঠিত এবং নিবন্ধীকৃত কোন কোম্পানী অথবা কোন বিদ্যমান (existing) কোম্পানী।”

মাননীয় বিচারপতি লিডলে কোম্পানীর সংজ্ঞা প্রকাশ করেছেন—“কয়েকজন ব্যক্তি একটি সংস্থায় মিলিত হয়ে অর্থ বা অর্থের সমমূল্য কোন সম্পদ প্রদান করেন এবং এই সম্পদ দ্বারা যদি তহবিল গঠিত হয় এবং ঐ মূলধনী তহবিল যদি সাধারণ উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হয় তবে ঐ সংস্থাকে যৌথ মূলধনী কোম্পানী (Company) বলা হয়।”

সকলে মিলে যে অর্থ কোম্পানীতে দেওয়া হয় তাই কোম্পানীর যৌথ মূলধন এবং যারা অর্থ প্রদান করেন তারাই কোম্পানীর মালিক বা সদস্য। প্রত্যেক মালিক বা সদস্য যে অনুপাতে মূলধনের অধিকারী সেটাই তার অংশ। কারবারের যৌথ পুঁজিকে সমমূল্যের অংশে ভাগ করা হয় এবং সমমূল্যের এক একটি অংশকে শেয়ার (Share) বলে। শেয়ার ক্রেতাগণকেই সদস্য বা শেয়ার হোল্ডার বলে এবং তারাই কারবারের মালিক। তারাই পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন করেন।

### কোম্পানীর শ্রেণীবিভাগ—

কোম্পানী আইন অনুসারে কোম্পানীকে দুভাগে ভাগ করা যায়— প্রাইভেট (Private এবং পাবলিক (Public) কোম্পানী।

**প্রাইভেট কোম্পানী (Private Company)** — যে সকল কোম্পানী পরিমেল নিয়মাবলী দ্বারা (১) সদস্যগণের শেয়ার হস্তান্তর সীমাবদ্ধ করে (২) সদস্য সংখ্যা ৫০ জনের বেশি হবে না (কোম্পানীর কর্মচারীরা এই হিসাবের বাইরে) (৩) জনগণের কাছে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার কেনার আহ্বান জানাতে পারে না, তাকে প্রাইভেট কোম্পানী বলে। প্রাইভেট কোম্পানী কখনও সীমাহীন দায় বহন করতে পারে না।

[৩ (১) ধারা]

**পাবলিক কোম্পানী (Public Company)** — প্রাইভেট কোম্পানী ছাড়া সকল কোম্পানীকে পাবলিক কোম্পানী বলে। [৩ (১) (ঘ) ধারা]

পাবলিক কোম্পানী তিন রকমের হতে পারে।

**(ক) শেয়ারদ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানী (Company Limited by Shares) —**

এই শ্রেণীর কোম্পানীর মূলধন কতকগুলো শেয়ারে বিভক্ত। কোন শেয়ারহোল্ডার যতগুলো শেয়ার কিনবেন সেই শেয়ার মূল্য তিনি দিতে বাধ্য থাকবেন এবং তার কেনা শেয়ারের মূল্যের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। কোম্পানীর দেনা যতই হোকনা কেন, শেয়ারহোল্ডার শেয়ারের মূল্য প্রদানের পর তার আর কোন দায় থাকবে না। শেয়ারহোল্ডার তার কেনা শেয়ারের মূল্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ। ভারতের বেশির ভাগ কোম্পানী এই গোত্রের।

**(খ) জামিনদ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানী (Company Limited by Guarantee) —**

এই শ্রেণীর কোম্পানীতে শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর অবসানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জমি প্রদান করেন। এই মর্মে কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে লিখিত থাকে। নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ এবং শেয়ার প্রদানের পরে কোম্পানীর দেনার জন্য শেয়ারহোল্ডারের আর কোন দায় থাকে না।

**(গ) সীমাহীন দায়সম্পন্ন কোম্পানী (Unlimited Company) —**

এই শ্রেণীর কোম্পানীতে শেয়ারহোল্ডারগণ অংশীদারী কারবারের অংশীদারদের মতো অসীম দায় বহন করে। বর্তমানে ভারতবর্ষে এই জাতীয় কোম্পানী বিশেষ দেখা যায় না।

### ৬.৩.১ কোম্পানীর গঠন

যৌথ মূলধনী কারবার প্রবর্তন করার জন্য কিছু আইনগত আনুষ্ঠানিকতা প্রয়োজন। নিবন্ধন ছাড়া কোম্পানী গঠন করা সম্ভব নয়। পাবলিক কোম্পানী গঠনের জন্য কম করে ৭ জন এবং প্রাইভেট কোম্পানী গঠনের জন্য কম করে ২ জন সদস্য প্রয়োজন। নিবন্ধনের জন্য শুরুতেই কারবারের প্রবর্তকগণকে (Promoters) আইন অনুযায়ী কারবার কাঠামো প্রবর্তন করতে হবে। এই আইন অনুযায়ী কারবার প্রবর্তন করার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলের প্রয়োজন আছে। একটি পরিমেলবন্ধ (Memorandum of Association) এবং অপরটি পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association) নামে পরিচিত। কোম্পানীর নাম, উদ্দেশ্য, সর্বোচ্চ মূলধন, দায়-দায়িত্ব, কর্মস্থল, অফিস প্রভৃতির বিবরণ পরিমেলবন্ধের মধ্যে থাকে এবং কোম্পানীর পরিচালনার বিভিন্ন নিয়মাবলী পরিমেল নিয়মাবলীতে থাকে। কোম্পানীটি যে রাজ্যে স্থাপিত হবে ঐ রাজ্যে কোম্পানীর নিবন্ধকের (Registrar of Companies) নিকট নির্ধারিত স্ট্যাম্পসহ নিবন্ধনের জন্য পেশ করতে হয়;

- (১) কারবার স্থাপনের প্রথম ধাপ হলো পরিমেলবদ্ধ এবং পরিমেল নিয়মাবলী রচনা করা এবং নিবন্ধনের আবেদনের সঙ্গে ঐ দুই গুরুত্বপূর্ণ দলিল নিবন্ধকের কাছে জমা দিতে হবে। পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে কম করে ৭ জন এবং প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে কম করে ২ জন দ্বারা এইদুটি দলিল স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যিক। এবং স্বাক্ষরকারীগণকে কমপক্ষে কোম্পানীর একটি করে শেয়ার ক্রয় করতে হয়।
- (২) ১৯৬৯ সালের Capital Issue (Exemption) Order অনুসারে কোম্পানীর ৩ কোটি টাকার বেশি প্রাপ্ত মূলধনের প্রস্তাব করা হলে কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government) এর অনুমোদন প্রয়োজন। পূর্বে এই প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমানে ঐ টাকার পরিমাণ ৩ কোটি করা হয়েছে।
- (৩) প্রস্তাবিত কোম্পানীটি যদি ১৯৫১ সালের [Industries (Development & Regulation) Act, 1951] আওতায় পড়ে তবে ঐ আইন অনুসারে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- (৪) পরিচালকগণের (Directors) নাম, ঠিকানা, পেশা, পরিচালক হিসাবে কাজ করার সম্মতিপত্র এবং ন্যূনতম মূল্যের শেয়ার কেনার প্রতিশ্রুতি নিবন্ধকের কাছে জমা দিতে হবে।
- (৫) কোম্পানী নিবন্ধকের নিকট বিবরণপত্র (Prospecters) অথবা বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি (Statement in lieu of Prospectus) জমা দিতে হবে।
- (৬) ন্যূনতম পুঁজি সংগ্রহ করতে হবে (Collection of Minimum Subscription) এবং শেয়ার বিলিবন্টন ব্যবস্থা করতে হবে।
- (৭) কোম্পানী আইন অনুসারে সব শর্ত পালন করা হয়েছে বলে এই মর্মে ঘোষণা কোন এ্যাটর্নি, উকিল বা চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট অথবা পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লিখিত পরিচালক ম্যানেজার বা সচিব দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে। ঐ ঘোষণাকে বিধিবদ্ধ ঘোষণাপত্র বা **Statutory Declaration** বলে।

এই সকল দলিল পরিদর্শন এবং পর্যালোচনা করে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে আবেদনকারী কোম্পানীকে নিবন্ধন পত্র (Certificate of Incorporation) প্রদান করবেন। যে তারিখে নিবন্ধন পত্র প্রদান করা হয় সেই তারিখেই কোম্পানীর জন্ম হয়।



### ৬.৩.২ কোম্পানীর কার্যারম্ভ

প্রাইভেট কোম্পানী এই নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরেই ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে কিন্তু পাবলিক কোম্পানীকে কাজ আরম্ভ করার আগে কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়; এবং কোম্পানীর পরিচালক বা সচিবকে ঘোষণা করতে হবে যে —

- (ক) ১২০ দিনের মধ্যে বিবরণ পত্রে উল্লিখিত ন্যূনতম পুঁজি সংগ্রহ হয়েছে
- (খ) ঐ সময়ের মধ্যে সকল পরিচালক যোগ্যতাসম্পন্ন শেয়ার ক্রয় করেছেন
- (গ) শেয়ার বাজারে ঐ কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন যোগ্য শেয়ারের তালিকাভুক্তকরণে (Listing) অসমর্থ হলে আবেদনকারীকে অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য কোম্পানীর কোন দায় নেই।

এই ঘোষণাপত্রে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে কোম্পানীকে কাজ শুরু করার অনুমতিপত্র প্রদান করবেন। এই অনুমতি পত্র (Certificate for the Commencement of Business) পাওয়ার পরে পাবলিক কোম্পানী এর ব্যবসা আরম্ভ করতে পারে। অনুমতি পত্র পাওয়ার পরে আর কোন আপত্তি চলবে না। এক্ষেত্রে যদি নিবন্ধকরণে পূর্বে কোন ত্রুটি থাকে বলে জানা যায়, তাতেও নিবন্ধন বৈধ বলে বিবেচনা করা হবে। নিম্নলিখিত মামলায় অনিয়ম থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধন বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল —

- (১) পরিমেলবন্ধে স্বাক্ষরকারী সকলেই নাবালক ছিলেন — Moosa Vs. Ibrahim.
- (২) স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে কিন্তু নিবন্ধীকরণের আগে পরিমেলবন্ধের বিভিন্ন জায়গায় কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। — Peel's Case.

### ৬.৩.৩ কোম্পানীর প্রয়োজনীয় দলিল সমূহ

#### পরিমেলবন্ধ বা Memorandum of Association :

পরিমেলবন্ধ বা Memorandum of Association যৌথ মূলধনী কোম্পানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কোম্পানীর গঠন এবং কার্যকলাপ সংক্রান্ত মূল নিয়মাবলী এতে লিপিবদ্ধ থাকে। এতে কোম্পানীর নাম, অবস্থান, মূলধন কাঠামো, সদস্যদের দায়ের পরিমাণ এবং উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা থাকে। পরিমেলবন্ধে যা উল্লেখ করা থাকবে তা অতিক্রম করার ক্ষমতা কোম্পানীর থাকে না। পরিমেলবন্ধের পরিধির বাইরে

সমস্ত কার্যই আইনত অসিদ্ধ (invalid) বলে বাতিল হবে। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ১৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, পরিমেলবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকতে হবে :

- ক) **নাম (Name Clause) :**— কোম্পানী তার ইচ্ছামতো যেকোন নাম রাখতে পারে, কোম্পানীই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে কিন্তু ঐ নাম কোনমতে কোন চলিত কোম্পানীর (Existing) নামে অনুরূপ হবে না। পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে Public এবং প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে Private কথা দুটি লিখতে হবে।
- খ) **অবস্থান (Situation Clause) :**— কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় যে কোন একটা রাজ্যে অবস্থিত হবে। যে রাজ্যে এই কার্যালয় স্থাপিত হবে সেই রাজ্যের নাম উল্লেখ করতে হবে। সেই রাজ্যের নিবন্ধিত কার্যালয় (Registered Office) থেকেই কোম্পানী তার পরিচালনা করতে পারবে।
- গ) **উদ্দেশ্য (Object Clause) :**— কোম্পানী কি উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে তা পরিমেলবন্ধে উল্লেখ করতে হবে। কোম্পানী যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে তার বাইরে গিয়ে কোন কাজ করতে পারবে না। এবং এই বিষয়ে কোম্পানীর দুটি উদ্দেশ্য পরিমেলবন্ধে উল্লেখ করতে হবে। প্রথমত, প্রধান উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয়ত, অন্যান্য উদ্দেশ্য।
- ঘ) **দায় (Liability Clause) :**— কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্যদের দায়ের পরিমাণ কি রকম তা উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ সদস্যরা যে দায় বহন করছে তা শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ, না জামিন দ্বারা সীমাবদ্ধ, না অসীম তা উল্লেখ করতে হবে।
- ঙ) **কারবার সংগঠনে স্বীকৃতির সম্পত্তি (Association Clause) :**— পরিমেলবন্ধের প্রত্যেক সদস্যকে কম করে একটি শেয়ার কিনতে হয়। এবং পরিমেলবন্ধে যে ক'জন ব্যক্তি স্বাক্ষর করেন নিয়মানুসারে তাদের এই মর্মে স্বীকৃতি দিতে হয়ে থাকে যে, তারা শেয়ার ক্রয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন।

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ১৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোম্পানী আইনের বিরোধিতা করে কোন কিছু এতে লেখা যাবে না। কোম্পানী আইনের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, পরিমেলবন্ধ মুদ্রিত হতে হবে, ক্রমিক সংখ্যায়ুক্ত হতে হবে এবং কতকগুলো অনুচ্ছেদে ভাগ করে এর সম্পূর্ণ বিবরণ লিখতে হবে। প্রত্যেক পরিচালক পরিমেলবন্ধে তার নাম, ঠিকানা ও পেশা সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণ দেবেন এবং তাতে স্বাক্ষর করবেন।

উপরের উল্লিখিত সমস্ত বিষয় পরিবর্তন করা যায়। কোম্পানীর নাম, উদ্দেশ্য, অবস্থান এবং মূলধন কাঠামো পরিবর্তন করা যায়। তবে এই পরিবর্তনের জন্য কখনও কেন্দ্রীয় সরকার, কখনও কোম্পানী আইন পর্ষদ আবার কখনও কোম্পানী বিশেষ সভায় এর সম্পর্কে মতামত অনুমোদন করতে হয়।

### পরিমেল নিয়মাবলী বা **Articles of Association** —

পরিমেল নিয়মাবলী কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ পরিচালনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। অর্থাৎ পরিমেল নিয়মাবলীতে যা উল্লেখ করা আছে তা মেনেই কারবার পরিচালনা করা হয়। এতে শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার এবং ক্ষমতা, পরিচালকদের অধিকার সংক্রান্ত বিবিধ আইনকানুন উল্লেখ থাকে। এছাড়া কোম্পানীর সভা আহ্বান ও পরিচালনা, হিসাব রাখার পদ্ধতি, মূলধন কাঠামোর বিন্যাস, শেয়ার বিলিকরণ, শেয়ার হস্তান্তর এবং শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ, লভ্যাংশ প্রদান এবং কোম্পানীর অবসানের পরে সম্পত্তির ভাগাভাগি কীভাবে হবে তাও পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ করা থাকে। কোন কোম্পানী এই এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কোম্পানী পরিচালনা করতে পারে না। যেসমস্ত কোম্পানী পরিমেল নিয়মাবলী প্রস্তুত করে না সে সমস্ত কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম **Table 'A'** তে বর্ণনা করা নিয়ম অনুসারে হয়।

- ◆ কোম্পানীর আইনের ২৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, সীমাহীন দায়সম্পন্ন কোম্পানী, শেয়ার বা জামিনদ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানী যদি প্রাইভেট কোম্পানী হয় তবে অবশ্যই পরিমেল নিয়মাবলী নিবন্ধকের কাছে জমা দিতে হবে।
- ◆ কোম্পানীর আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী, সীমাহীন দায়বদ্ধ কোম্পানীর সদস্য সংখ্যা কত এবং কতজন সদস্য নিয়ে কোম্পানী নিবন্ধকরণ হয়েছে এবং কোম্পানীর শেয়ার মূলধনের পরিমাণ কত তা পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ করতে হবে।
- ◆ কোম্পানীর আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী, জামিনযুক্ত সীমাবদ্ধ কোম্পানীর ক্ষেত্রে কতজন সভ্য নিয়ে কোম্পানী গঠিত হবে তা পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ করতে হবে।
- ◆ কোম্পানীর আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী, প্রাইভেট কোম্পানীর সর্বাধিক সভ্যসংখ্যা ৫০ জন দ্বারা সীমাবদ্ধ, শেয়ার হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ এবং শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কেনার জন্য জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ নিষিদ্ধ করে কয়েকটি ধারা অবশ্যই এতে সংযোজন করতে হবে।

- ◆ কোম্পানীর আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী, পরিমেল নিয়মাবলী মুদ্রিত, ক্রমিকসংখ্যা যুক্ত এবং কতকগুলি অনুচ্ছেদে ভাগ করে এর পূর্ণ বিবরণ লিখতে হবে। পরিমেল নিয়মাবলীতে স্বাক্ষরকারীদের প্রত্যেকের নাম, ঠিকানা, পেশা প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যারা পরিমেলবন্ধে স্বাক্ষর করেছেন, তারা অবশ্যই পরিমেল নিয়মাবলীতেও স্বাক্ষর করবেন।

## ৬.৪ কোম্পানীর অর্থসংস্থান

### ৬.৪.১ শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বিলিকরণ

শেয়ার : — কোম্পানীর বিলিযোগ্য অর্থ ক্ষুদ্র সমান অংশে ভাগ করে ঐ এক একটি অংশ জনসাধারণের কাছে বিক্রি করা হয়। মোট মূলধনের ঐ এক একটি অংশকে শেয়ার বলে। যে সমস্ত ব্যক্তি কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করেন তাদের শেয়ারহোল্ডার বলা হয়। প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানীর মালিক বলা হয়। প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার যত শেয়ার ক্রয় করেন তারা কোম্পানীর তত অংশের মালিকানা লাভ করেন। এর ফলে শেয়ারহোল্ডার কোম্পানীর লভ্যাংশ এবং কোম্পানীর বিলোপসাধনে কোম্পানীর সম্পত্তিতে প্রদত্ত অর্থের আনুপাতিক অংশ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন। সুতরাং, সহজেই অনুমান করা যায় যে, শেয়ার কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহে একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

প্রত্যেক শেয়ারের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো :

- শেয়ার কতকগুলো চুক্তিগত অধিকারের সমষ্টি। অর্থাৎ একটি চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানীর প্রতি শেয়ারহোল্ডারের অধিকার জন্মায়।
- শেয়ার বলতে অর্থকে বোঝায় না। কিন্তু অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় এমন বস্তুকে বোঝায়।
- কোম্পানী পরিমেল নিয়মাবলী অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি (Movable Property) বলে গণ্য করা হয়।
- প্রত্যেক শেয়ারের উপর একটি ক্রমিক সংখ্যা লেখা থাকে। যার দ্বারা প্রত্যেক শেয়ারকে পৃথক করা যায়।

- (ঙ) কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলী অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য এবং উত্তরাধিকারী স্বত্ব পায়।
- (চ) কোম্পানী আইনে এবং পরিমেল নিয়মাবলীতে লিখিত কিছু কর্তব্য ও দায় শেয়ারহোল্ডারগণ বহন করেন।

শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ : ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী শেয়ারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (১) ইকুইটি শেয়ার (Equity Share), (২) অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Preference Share)।

**অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Preference Share) :**—কোম্পানী আইনের ৮৫ ধারা অনুযায়ী কোন শেয়ার যদি নিম্নলিখিত সুবিধা এবং অধিকার ভোগ করে তবে তাকে অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার বলে। (ক) অন্য শ্রেণীর শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ বণ্টনের আগেই এই শ্রেণীর শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করা হয়; (খ) কোম্পানীর বিলোপসাধনের পরে মূলধনের অর্থ যদি শেয়ারহোল্ডারদের ফেরত দেওয়া হয় তবে এই শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণ অন্য শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারদের আগেই অর্থ পাবেন; (গ) পরিমেল নিয়মাবলী অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হলেন অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারধারকরা। কোম্পানীর নীট লাভ থেকে ঐ টাকা প্রদান করতে হবে পরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা লভ্যাংশ পাবেন।

আবার, লভ্যাংশ বণ্টনের শর্ত অনুযায়ী অগ্রাধিকামূলক শেয়ারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) সঞ্চয়ী (Cumulative) (২) অ-সঞ্চয়ী (Non-cumulative)

⇒ (১) **সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Cumulative Preference Share) :**

এই শ্রেণীর শেয়ারের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বছরে কোম্পানী যদি নীট মুনাফা করতে না পারে অথবা যদি কোম্পানীর মুনাফা লভ্যাংশ প্রদান করার উপযুক্ত না হয় তাহলে পরবর্তী বছরে কোম্পানী যদি পর্যাপ্ত মুনাফা করতে পারে, তবে সেই বছরের লভ্যাংশ এবং আগের বছরের লভ্যাংশ উভয়ই প্রদেয় হবে। অর্থাৎ, বকেয়া লভ্যাংশ কোম্পানীর দায় বলে বিবেচিত হবে।

(২) অ-সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Non-Cumulative Preference Share) :

এই শ্রেণীর শেয়ারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে কেবলমাত্র চলতি বছরের মুনাফা হতেই লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকার ভোগ করে। কোন বছরে মুনাফা না হলে লভ্যাংশ জমা থাকে না এবং পরবর্তী বছরের মুনাফা থেকে তা প্রদান করা হয় না।

আবার, প্রত্যর্পণের শর্ত অনুযায়ী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়

(১) প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Redeemable Preference Share)

(২) অ-প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Irredeemable Preference Share)।

⇒ (১) প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Redeemable Preference Share) :

কোম্পানী আইনের ৮০ ধারায় বলা হয়েছে, পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকলে প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার বিলিকরার ক্ষমতা কোম্পানীর আছে। এক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোম্পানী শেয়ার মূল্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য থাকবে। তবে, ঐ শেয়ারের অর্থ পরিশোধের কিছু বিধান আছে। যেমন,

(ক) কেবলমাত্র বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশ থেকেই এই শেয়ারের মূল্য প্রত্যর্পণ করা যাবে অথবা প্রত্যর্পণের জন্য নতুন শেয়ার বিলি করে সেই অর্থ দিয়েও শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করা যাবে।

(খ) একেকটি শেয়ারের মূল্য কোম্পানী একসঙ্গে নিতে পারে বা আংশিক ভাবেও নিতে পারে। শেয়ারের মূল্য পুরো আদায় না হলে ঐ শেয়ারের মূল্য ফেরত দেওয়া যায় না।

(গ) শেয়ারের মূল্য যদি অধিহারে (Premium) প্রত্যর্পণ করা হয় তবে সেই অর্থ বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশ হতে বা শেয়ারের অধিহার হিসাবে (Share Premium Account) থেকে ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) যে পরিমাণ অর্থ প্রত্যর্পণ করা হবে সেই সমপরিমাণ অর্থ পুঁজি প্রত্যর্পণ সংরক্ষণ হিসাব' (Capital Redemption Reserve) -এ স্থানান্তর করতে হবে।

(২) অ-প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Irredeemable Preference Share) :—

যে শেয়ারের মূল্য প্রত্যর্পণযোগ্য নয় তাকে অ-প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার বলে।

মুনাফার অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (১) মুনাফায় অংশগ্রহণকারী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Participating Preference Share) (২) অ-অংশগ্রহণকারী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Non-Participating Preference Share)।

⇒ (১) মুনাফায় অংশগ্রহণকারী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Participating Preference Share) :—

কোম্পানী পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকলে এই শ্রেণীর শেয়ারের মালিকরা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়ার পরেও অবশিষ্ট মুনাফাতে অংশ পাওয়ার অধিকারী।

(২) অ-অংশগ্রহণকারী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Non-Participating Preference Share) :—

এই শ্রেণীর শেয়ার মালিকরা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট হারে মুনাফার অংশ অর্থাৎ লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী।

**ইকুইটি শেয়ার (Equity Share) :**— কোম্পানী আইনের ৮৫(২) ধারায় বলা হয়েছে যে, যা অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার নয় তাই ইকুইটি শেয়ার। কোম্পানীর লাভের থেকে লভ্যাংশ প্রদানের সময়ে অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার হোল্ডারদের বণ্টনের পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই ইকুইটি শেয়ারহোল্ডাররা পাওয়ার অধিকারী। কোম্পানীর সকল বিষয়ে তাদের ভোটাধিকার আছে। তবে ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের কি কি অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব থাকবে তা কোম্পানী আইন এবং পরিমেল নিয়মাবলীর উপর নির্ভরশীল।

## ৬.৪.২ ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র

কোম্পানীর অর্থসংস্থানের আর একটি প্রধান মাধ্যম হলো ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র। এক্ষেত্রে কোম্পানী কোন সম্পত্তির বন্ধক রেখে জনসাধারণের থেকে ঋণগ্রহণ করে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ ঋণদাতারা এর পরিবর্তে পেয়ে থাকে এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে কোম্পানী ঋণদাতার অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকেন। কোম্পানী আইনের ২(১২) ধারা অনুসারে, অর্থসংস্থানের উদ্দেশ্যে কোন কোম্পানী যখন সম্পত্তির বন্ধক রেখে জনসাধারণের থেকে ঋণগ্রহণ করে এবং তার পরিবর্তে নির্দিষ্ট নথিপত্র প্রদান করে তাকে ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র বলে। কোম্পানীর ঋণপত্রকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

হস্তান্তরের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ :—

- (১) **বাহকদেয় ঋণপত্র (Bearer Debenture) :**— বাহকদেয় ঋণপত্র বলতে সেই প্রকার ঋণপত্রকে বোঝায় যার দ্বারা ধারক  $g$  — অন্য কোন ব্যক্তিকে সহজেই ঋণপত্র হস্তান্তর করতে পারে। অর্থাৎ এই রকম ঋণপত্রের ক্ষেত্রে হস্তান্তরের কোন বাধা নেই এবং হস্তান্তর কোম্পানীর খাতায় নথিভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। এর ধারক নির্দিষ্ট হারে সুদ পাবেন।
- (২) **নিবন্ধিত ঋণপত্র (Registered Debenture) :**— এই প্রকার ঋণপত্র সহজেই হস্তান্তর করা যায় না। ধারক এর হস্তান্তর করা যায় না। ধারক এর হস্তান্তর করতে চাইলে হস্তান্তর ভাউচারের (Transfer Voucher) -এর মাধ্যমে হস্তান্তর করা যায়। এই হস্তান্তর ভাউচারে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ধারক উভয়ই স্বাক্ষর করেন। এবং হস্তান্তর হওয়ার পরেই কোম্পানীর ঋণপত্র রেজিস্টার নথিভুক্ত করতে হয়। যে ব্যক্তির নাম রেজিস্টারে লেখা থাকে, তিনিই ঋণপত্রের সুদ পাবেন।

জামিনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ :

- (১) **বন্ধকী ঋণপত্র (Secured or Mortgaged Debenture) :**— বন্ধকী ঋণপত্র বলতে সেই সব ঋণপত্রকে বোঝায় যা কোন সম্পত্তির বন্ধক রেখে বিক্রি করা হয়। এই বন্ধক সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে দুভাবেই হতে পারে। এক্ষেত্রে ধারক যদি সুদ না পান বা মেয়াদ শেষে ঋণপত্রের টাকা না পান তাহলে সেই নির্দিষ্ট সম্পত্তি বিক্রি করে সুদের টাকা এবং ঋণপত্রের মূল্য ফেরত নিতে পারেন।



- (২) **অবক্ষকী বা সাধারণ ঋণপত্র (Unsecured or Simple Debenture) :**— যে ঋণপত্র কোম্পানীর কোন সম্পত্তির বন্ধক ছাড়াই জনসাধারণের কাছে বিলি করা হয় তাকে সাধারণ ঋণপত্র বলে। এই প্রকার ঋণপত্রের টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য জনসাধারণ বা ধারক কোম্পানীর কোন সম্পত্তিকে দায়ী করতে পারে না।

**পরিশোধের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ :**

- (১) **পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র (Redeemable Debenture) :**— যে ঋণপত্রের টাকা চুক্তি অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে ফেরত দেওয়া হয় তাকে পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র বলে। এই প্রকার ঋণপত্রের টাকা বার্ষিক বা অর্ধবার্ষিক কিস্তি পদ্ধতিতে শোধ করা হয়।
- (২) **অপরিশোধযোগ্য ঋণপত্র (Irredeemable Debenture) :**— যে ঋণপত্রের টাকা কোম্পানীর অবসান না হলে পরিশোধ করা হয় না তাকে অপরিশোধযোগ্য ঋণপত্র বলে। তবে, কোন কোম্পানী উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এইরূপ ঋণপত্রের টাকা কোম্পানীর অবসানের আগেই মিটিয়ে দিতে পারে।

### ৬.৪.৩ নিজস্ব মূলধন ও ঋণকৃত মূলধন

কোম্পানী বিভিন্ন উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে মূলধন বলে। এখন কোম্পানীর মূলধনকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—নিজস্ব মূলধন এবং ঋণ কার মূলধন। কারবার পরিচালনার জন্য কোম্পানী বাজারে শেয়ার বিক্রি করে যে মূলধন যোগাড় করে তাকে নিজস্ব মূলধন বলে। কোম্পানী যখন ঋণপত্র এবং আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণগ্রহণ করে তখন তাকে ঋণকৃত মূলধন বা ধারকরা মূলধন বলে।

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে মূলধন নিম্নপ্রকারের হতে পারে :

- (১) **অনুমোদিত মূলধন (Authorised Capital) :**—

পরিমেলবন্ধে কোন কোম্পানীকে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে যে টাকা সংগ্রহ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাকে অনুমোদিত মূলধন বলে। কোম্পানী ইচ্ছা করলেই এই অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করতে পারে না। সঠিক পদ্ধতিতে পরিমেলবন্ধ পরিবর্তন করে তবেই অনুমোদিত মূলধন পরিবর্তন করা যাবে।

- (২) **বিলিযোগ্য বা বিক্রয়যোগ্য মূলধন (Issued Capital) :-**  
 অনুমোদিত মূলধনের যে অংশ জনসাধারণের কাছে বিক্রি করার জন্য উপস্থিত করা হয় তাকে বিক্রয়যোগ্য মূলধন বলে। বিক্রয়যোগ্য মূলধন অনুমোদিত মূলধনের সমান বা কম হবে।
- (৩) **বিলিকৃত মূলধন (Subscribed Capital) :-**  
 বিলিযোগ্য বা বিক্রয়যোগ্য মূলধনের যে পরিমাণ ক্রয়ের জন্য জনসাধারণের থেকে আবেদন পাওয়া গেছে তাকে বিলিকৃত মূলধন বলে।
- (৪) **আদায়ীকৃত মূলধন (Paid up Capital) :-**  
 বিলিকৃত মূলধনের যে অংশের টাকা জনসাধারণের নিকট থেকে পাওয়া গেছে বা আদায় করা গেছে তাকে আদায়ীকৃত মূলধন বলে। সাধারণত বিলিকৃত মূলধনের টাকা আদায় করার জন্য জনসাধারণের কাছে তলব (call) করা হয়, এবং তলবের যে টাকা পাওয়া যায় তাকে আদায়ীকৃত মূলধন বলে।
- (৫) **তলবী মূলধন (Called up Capital) :-**  
 কোম্পানীর বিলিকৃত মূলধনের টাকা আদায় করার জন্য যে তলব করা হয় তাকে তলবী মূলধন বলে। এরদ্বারা কোম্পানীর বিলিকৃত মূলধনের কতটা তলব করা হয়েছে তা বোঝা যায়।
- (৬) **অতলবী মূলধন (Un-called Capital) :-**  
 কোন কোম্পানীর বিলিকৃত মূলধনের টাকা আদায় করার জন্য যে অংশ তলব করা হয় না তাকে অতলবী মূলধন বলে।

### ৬.৪.৪ ঋণকরা মূলধন (Loan Capital)

কোম্পানী ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে মূলধন গ্রহণ করে তাকে ঋণমূলধন বলে। ভারতে বিভিন্ন প্রকারে ব্যাঙ্ক আছে। অর্থাৎ তাদের বিভিন্ন প্রকারের সত্তা আছে, যেমন—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শিল্পব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। যে পদ্ধতিতে কোম্পানী ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(১) **রোক ঋণ (Cash Credit) :-**

সাধারণত কারবারের পণ্য জামিন (Security) হিসেবে জমা রেখে ব্যাঙ্ক এই প্রকার ঋণ দিয়ে থাকে। এই পণ্য বা দ্রব্য অনুমোদিত কোন গুদামে বা ব্যাঙ্কের নিজস্ব গুদামে মজুত থাকে। অবশ্য গুদামে না রেখেও ঐ দ্রব্যের উৎপাদনের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে থাকে। যে দ্রব্য এইভাবে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক (Hypothecation) থাকে তা উৎপাদনের পর ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে বিক্রি হয় এবং ব্যাঙ্কের সুদের টাকা এবং ঋণ সঙ্গে সঙ্গে আদায় হয়। এইরূপ ঋণকে বলে রোক ঋণ। এইরূপ ঋণের টাকা ঋণগ্রহীতার নামে ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে জমা থাকে। প্রয়োজন মতো ঋণগ্রহীতা চেকের মাধ্যমে টাকা উঠাতে পারে।

(২) **জমাতিরিক্ত গ্রহণ (Overdraft) :-**

কারবারীগণ সাধারণত এই উপায়ে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন। এই প্রকার ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক আমানতকারীর চলতি হিসাব থেকে চুক্তি অনুযায়ী জমার অতিরিক্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তোলার অনুমতি দিয়ে থাকে। এর জন্য জামিন হিসাবে কোম্পানীকে স্টক, শেয়ার প্রভৃতি ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে হয়। কারবারের সুনাম, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদির ভিত্তিতে জামিনের মাধ্যমেও জমাতিরিক্ত টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়ার রীতি আছে। এই ব্যবস্থায় যে পরিমাণ টাকা জমাতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়, তার উপরেই ব্যাঙ্ক সুদ দাবি করে থাকে।

(৩) **ব্যাঙ্ক ঋণ (Bank Loan) :-**

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দিনের জন্য ঋণের প্রয়োজন হলে এই প্রথায় কারবার ঋণ গ্রহণ করে। শেয়ার, স্টক ইত্যাদি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক এই প্রকার ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাঙ্ক এই ঋণদ্বারা কারবারীর নামে একটি ঋণের হিসাব (Loan Account) খুলে থাকে এবং কারবারী চেকের মাধ্যমে টাকা ব্যবহার করে।

(৪) **মেয়াদী ঋণ (Lien of Credit) :-**

কারবারের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা বিচার করে ব্যাঙ্ক একটি নির্দিষ্ট টাকার অঙ্ক ঋণ হিসাবে মঞ্জুর করে থাকে। সাধারণত ঋণগ্রহণকারীকে মঞ্জুরিকৃত ঋণের ১৫ বা ২০% সর্বদা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হয়। ঋণগ্রহীতাকে মোট ঋণের ওপর সুদ প্রদান করতে হয়।

---

## ৬.৫ সারাংশ

---

এই এককটি পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম :

- কোম্পানীর ধারণা ও কোম্পানীর প্রকারভেদ;
- কোম্পানীর গঠন পদ্ধতি;
- কোম্পানীর কার্যারম্ভ;
- কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ দলিল সমূহ এবং তাদের গুরুত্ব;
- কোম্পানীর অর্থসংস্থানের বিভিন্ন উৎসসমূহ।

---

## ৬.৬ অনুশীলনী

---

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

- ১) কোম্পানী কাকে বলে?
- ২) শেয়ার বলতে কী বোঝায়?
- ৩) ডিবেঞ্চার বলতে কী বোঝায়?
- ৪) ইকুইটি শেয়ার বলতে কী বোঝায়?
- ৫) অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার কাকে বলে?

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

- ১) পরিমেল বন্ধ ও পরিমেল নিয়মাবলী কী? পরিমেলবন্ধের বিষয়গুলি উল্লেখ করুন।
- ২) কোম্পানী স্থাপন করতে হলে কী কী কর্তব্য তা বর্ণনা করুন।
- ৩) অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার বলতে কী বোঝায়? এর বিস্তারিত শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করুন।
- ৪) ঋণমূলধন বলতে কী বোঝায়? কোম্পানী কোথা থেকে এবং কী কী পদ্ধতিতে ঋণমূলধন সংগ্রহ করে?

---

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

---

- ১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ — কলকাতা-2001
- ২) Business Law—R. S. N. Pillai, Bagavathi— S. Chand & Company Ltd.— New Delhi-1999.
- ৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

---

## একক ৭ □ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও কোম্পানীর অবসায়ন

---

গঠন	
৭.১	উদ্দেশ্য
৭.২	প্রস্তাবনা
৭.৩	কোম্পানী পরিচালন পর্ষদ
৭.৩.১	পরিচালক নিয়োগ
৭.৩.২	পরিচালকের যোগ্যতা
৭.৩.৩	পরিচালকের অযোগ্যতা
৭.৩.৪	পরিচালকগণের কার্যাবলী
৭.৩.৫	পরিচালকের অধিকার
৭.৩.৬	পরিচালকের কর্তব্য
৭.৩.৭	ব্যবস্থাপক পরিচালক
৭.৩.৮	ব্যবস্থাপক
৭.৪	কোম্পানীর বিভিন্ন ধরনের সভা
৭.৪.১	সভার বিজ্ঞপ্তি
৭.৪.২	সিদ্ধান্ত
৭.৫	কোম্পানীর অবসায়ন
৭.৫.১	অবসায়নের সংজ্ঞা
৭.৫.২	অবসায়নের পদ্ধতি
৭.৬	সারাংশ
৭.৭	অনুশীলনী
৭.৮	গ্রন্থপঞ্জী

---

### ৭.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি ভালো করে পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন —

- কোম্পানী পরিচালনায় পরিচালক পর্ষদের ভূমিকা
- পরিচালকদের নিয়োগ, যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
- পরিচালকদের অধিকার ও কর্তব্য
- কোম্পানী পরিচালনায় ব্যবস্থাপক পরিচালকের নিয়োগ ও ভূমিকা
- কোম্পানীর অবসায়নের কারণসমূহ ও পদ্ধতিসমূহ, অবসায়ন সম্পর্কে আদালতের নিয়মাবলী।

---

## ৭.২ প্রস্তাবনা

---

আইনের দৃষ্টিতে কোম্পানী একটি আলাদা পৃথক ব্যক্তি হলেও এর ব্যক্তিসত্তা কৃত্রিম। কোম্পানীর প্রাকৃতিক দেহ বা অনুভূতি কিছুই নেই। খুব স্বভাবতই কোম্পানী নিজের কাজ নিজে পরিচালনা করতে পারে না। অন্য কোন ব্যক্তি এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। যাঁরাই কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন তাঁদের যে নাম দেওয়া হোক না কেন তাঁরাই কোম্পানীর পরিচালক বা ডাইরেক্টর।

পরিচালকগণ কোম্পানীর কর্মচারী নন। তাঁদের কোম্পানীর প্রতিনিধি বলা হয়। তাঁদের কোম্পানীর প্রতিনিধি বলা হয় এই কারণে যে, কোম্পানীর হয়ে পরিচালকরাই কোম্পানীর যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে থাকেন। আবার, অনেকে পরিচালকদের কোম্পানীর অছি বলে থাকেন, কারণ কোম্পানীর যাবতীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান তাঁদের করতে হয়। সুতরাং, সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে, কোম্পানীর সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিচালকমণ্ডলী একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। পরিচালকদের স্বরূপ কী, কোম্পানীতে পরিচালকদের প্রকৃত ভূমিকা কী, তাঁদের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে আমরা এই এককে আলোচনা করবো।

---

## ৭.৩ কোম্পানীর পরিচালন পর্ষদ

---

**পরিচালক :** পরিচালক হলেন এমন একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যিনি বা যারা শেয়ারগ্রহীতাদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এই পরিচালকবর্গ কোম্পানীতে শেয়ার-হোল্ডারদের প্রতিনিধি (Agent) হয়ে কাজ করেন এবং পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। একটি কোম্পানীতে কতজন পরিচালক থাকবেন তা পরিমেল নিয়মাবলীর দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোম্পানী আইনে বলা হয়েছে, পাবলিক কোম্পানীতে কমপক্ষে তিন জন এবং প্রাইভেট কোম্পানীতে কমপক্ষে দুজন থাকবেন। এই সমস্ত পরিচালকদের নিয়ে কোম্পানীতে একটি পরিচালক মণ্ডলী গঠিত হয় (Board of Directors)।

### ৭.৩.১ পরিচালক নিয়োগ

যে কোন ব্যক্তিই কোম্পানীর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন। কোন সংস্থা, সংঘ বা অংশীদারী কারবার পরিচালক হিসেবে কাজ করতে পারে না। কোম্পানীর সাধারণ সভায় সমস্ত শেয়ার হোল্ডাররা একত্রিত হয় এবং তারাি ভোটের মাধ্যমে পরিচালক নিযুক্ত করেন।

**প্রথম পরিচালক** — কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে যাদের নাম থাকবে পরিচালক হিসেবে তারাই প্রথম পরিচালক হবেন। কিন্তু পরিমেল নিয়মাবলীতে কোন নাম যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে পরিমেল নিয়মাবলী যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন তারাই কোম্পানীর প্রথম পরিচালক হবেন। এঁরাই পরবর্তী সাধারণ সভা পর্যন্ত পরিচালক পদে থাকবেন। — ২৫৪ ধারা।

**অতিরিক্ত পরিচালক** — পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকলে পরিচালকগণ নিজেদের কাজের, সুবিধার জন্য একজন অতিরিক্ত পরিচালক (Additional Director) নিয়োগ করতে পারেন। তিনি পরবর্তী সাধারণ সভা পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকবেন — ২৬০ ধারা।

**সাময়িক শূন্য পদে পরিচালক নিয়োগ** — কোম্পানীতে অনেক সময়ে পরিচালকের মৃত্যু, অযোগ্যতা বা স্বেচ্ছাঅবসরের জন্য ঐ পদটি সাময়িক ভাবে শূন্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অন্য পরিচালকবর্গ নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঐ সাময়িক শূন্য পদে একজন পরিচালক নিয়োগ করেন। এই পদকে সাময়িক শূন্য পদ বা Casual Vacancy বলে। তবে এই সম্পর্কে পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকতে হবে। — ২৬২ ধারা।

**বিকল্প পরিচালক** — যে রাজ্যে কোম্পানী নিবন্ধিত সেই রাজ্যেই কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় থাকে। এই প্রধান কার্যালয়ে কোম্পানীর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত থাকে। সেই রাজ্য থেকে কোন পরিচালক যদি কম করে তিনমাস অনুপস্থিত থাকেন তাহলে পরিচালকবর্গ একজন বিকল্প পরিচালক নিয়োগ করেন (Alternative Director)। তবে বিকল্প পরিচালক ততদিন পরিচালক মণ্ডলীতে থাকবেন যতদিন না মূল পরিচালক আবার কাজে ফিরে আসেন। — ৩১৩ ধারা।

**তৃতীয়পক্ষের দ্বারা পরিচালক নিয়োগ** — পরিমেল নিয়মাবলীর বিধান অনুযায়ী কোম্পানীর ঋণদাতা ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর ঋণগ্রহীতার পরিচালকগণের এক তৃতীয়াংশ পরিচালক নিয়োগ করতে পারেন। এই তৃতীয়পক্ষের দ্বারা নিয়োজিত পরিচালকদের পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করতে হয় না।

**কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালক নিয়োগ** — কোম্পানীতে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থে এবং জনসাধারণের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার অনধিক ৩ বছরের জন্য পরিচালক নিয়োগ করেন। তবে এক্ষেত্রে সত্যিই সংখ্যালঘুদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে তা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রমাণ দাখিল করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি এই মর্মে কোম্পানীতে তদন্ত করে দেখবেন। যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশানুসারে পরিচালক নিয়োগ হবে। এইরূপ পরিচালকদের যোগ্যতাসূচক শেয়ার কেনার প্রয়োজন নেই।



### ৭.৩.২ পরিচালকের যোগ্যতা

কোম্পানী আইনে পরিচালকের যোগ্যতা বা Qualification সম্পর্কে যে বিধান দেওয়া আছে তাতে কেবলমাত্র শেয়ার যোগ্যতাকেই বলা হয়েছে। একজন পরিচালকের নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ থাকা প্রয়োজন :

- ক) তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হবেন।
- খ) তাঁর চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা থাকে না এবং আইনদ্বারা সিদ্ধ নয়।
- গ) পরিচালকের যোগ্যতামূলক শেয়ার থাকতে হবে। কোম্পানীর নিয়মাবলীতে বিধান থাকে যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ক্রয় না করলে পরিচালক নিযুক্ত হওয়া যাবে না। একে বলে যোগ্যতামূলক শেয়ার। যোগ্যতামূলক শেয়ারের মোট অভিহিত মূল্য ৫০০০ টাকার বেশি হবে না। যেখানে কোম্পানীর একটি শেয়ারের মূল্য ৫০০০ টাকা, সেখানে একটি শেয়ার কেনাই যথার্থ। কোম্পানীর পরিচালক যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ করেন সেখানে পরিচালকদের যোগ্যতামূলক শেয়ার ক্রয় করতে হয় না।
- ঘ) কোম্পানী আইনের ২৭৪ ধারায় পরিচালকের অযোগ্যতা সম্পর্কে উল্লেখ করা রয়েছে। কোন পরিচালক ঐ ধারায় অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।
- ঙ) ঐ পরিচালক ২০টির বেশি কোম্পানীর পরিচালক নির্বাচিত হবেন না।

### ৭.৩.৩ পরিচালকের অযোগ্যতা

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে ২৭৪ ধারায় পরিচালকদের অযোগ্যতা সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না :

- ক) যে ব্যক্তি আদালতের বিচারে বিকৃত মস্তিষ্ক বলে ঘোষিত হয়েছিলেন এবং তা এখনও বলবৎ আছে।
- খ) যে ব্যক্তি আদালতের বিচারে দেউলিয়া ব্যক্তি বলে ঘোষিত হয়েছিলেন এবং তা বলবৎ আছে।

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.